দৈনিক জনকণ্ঠ

FEB. 26 2001

পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

সর্বস্তরে দ্রুতগতির ইন্টারনেট সুবিধা ॥ বুয়েট মার্চের মধ্যেই নিজস্ব ভি স্যাট স্থাপন করছে

ফয়সল আহসান ॥ ছাত্র-শিক্ষকসহ সর্বস্তরে ব্যাপক ও দ্রুতগতির ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) নিজস্ব ভি-স্যাট (ভেরি স্মল এ্যাপারচার ট্রান্সমিশন) স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে। আগামী মার্চের মধ্যে স্থাপিত হবে ভি-স্যাটটি। ভি-স্যাট স্থাপনের কাজের দরপত্র বাছাইয়ের কাজ চলছে এখন। দুটো দেশী প্রতিষ্ঠান অংশ নিয়েছে এতে। গত বছরও ভি-স্যাট স্থাপনের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছিল। কিন্তু সেবার দরপত্রে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান দুটোর প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় ভি-স্যাট স্থাপনের কাজ দীর্ঘায়িত হয়।

নিজস্ব ভি-স্যাট স্থাপনের ফলে ব্যাপক ও দ্রুতগতির ইন্টারনেট ব্যবহার সম্ভব হলেও বুয়েটের সাধারণ শিক্ষার্থীরা আপাতত সে সুযোগ পাচ্ছে না। কারণ বুয়েটের বর্তমান অবকাঠামোয় কেবল বিভিন্ন বিভাগ এবং শিক্ষকদের আবাসগুলোতে বিনামূল্যে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ইন্টারনেট ব্যবহারের তেমন সুযোগ নেই। বুয়েট কম্পিউটার সেন্টারে সীমিত সুবিধায় কেবল শেষবর্ষের শিক্ষার্থীরা ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারে। তাই মার্চে ভি-স্যাট স্থাপিত হলে শুধু ইন্টারনেটের গতি বাড়বে, ব্যাপক ব্যবহার হবে না। এ ব্যাপারে বুয়েট কম্পিউটার সেন্টারের পরিচালক এবং বিশ্ববিদ্যালয় কম্পিউটারাইজেশন কমিটির অন্যতম সদস্য ডঃ এবিএম সিদ্দিক হোসেনের দৃষ্টি আকর্ষণে তিনি জানান "ক্যাম্পাস ব্যাকবোন নেটওয়ার্ক স্থাপিত হলে ছাত্র-শিক্ষক সবাই ব্যাপক ইন্টারনেট সুবিধা ভোগ করতে পারবে। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা রয়েছে। এ পরিকল্পনায় অপটিক্যাল ফাইবার দিয়ে ইথারনেট গিগাবাইট প্রযুক্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ, ইনস্টিটিউট, লাইব্রেরি, প্রশাসনিক ভবনসহ সমগ্র বুয়েট একই নেটওয়ার্কভুক্ত করা হবে। তখন বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীরা তাদের নিজস্ব কম্পিউটার ল্যাবে ব্যাপকভাবে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারবে। এদিকে সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে ক্যাম্পাস ব্যাকবোন নেটওয়ার্ক স্থাপনের কাজটি অনেক দিন যাবত ঝুলে আছে। খবর নিয়ে জানা গেছে, নেটওয়ার্ক স্থাপনের কাজটিও এখন প্রক্রিয়াধীন। এ কাজের দরপত্রে অংশগ্রহণকারী ৭টি প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাবও বুয়েট কম্পিউটারাইজেশন কমিটির বিবেচনাধীন এবং আগামী জুনের মধ্যে তা সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

অন্যদিকে বুয়েট শিক্ষার্থীদের প্রধান দাবি এখন ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ লাভ। শিক্ষা, গবেষণা, যোগাযোগ, ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশাল উৎস ইন্টারনেটের ব্যবহার হতে [illegible] প্রযুক্তি ও প্রকৌশল শিক্ষার [illegible] বুয়েটের অধিকাংশ মেধাবী শিক্ষার্থী। ভ্যালাডলিডসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ইন্টারনেট কম্পিউটার প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় বুয়েট শিক্ষার্থীদের সাফল্য স্মরণযোগ্য।